শ্রীহরির মন্দির মার্জ্জনাদিতে, শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণ-ইন্দ্রিয়কে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র কথা শ্রবণে, নয়ন দুটিকে মুকুন্দের শ্রীমূর্ত্তি এবং তাঁহার ভক্ত ও শ্রীমন্দিরাদি দর্শনে, অঙ্গসঙ্গম ভক্তগাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে শ্রীমতী তুলসীর সম্বন্ধযুক্ত ভগবৎ পাদকমলসম্বন্ধে সৌরভগ্রহণে, রসনাকে মহাপ্রসাদ অন্নাদি আস্বাদনে, দুইটি পাদকে হরিক্ষেত্র গমনে, মস্তক হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের চরণবন্দনে এবং কাম অর্থাৎ সঙ্কল্পকে ভগবৎ দাস্যলাভের জন্য সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিষয়ভোগ সম্পাদনের জন্য কখনও সঙ্কল্প করেন নাই। কি অভিপ্রায়ে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহারই উত্তরে বলিয়াছেন— যে প্রকারে সমর্পণ করিলে ভগবৎভক্তজনের অনুগতভাবে শ্রীহরিচরণে রতির উদয় হয়, তেমনইভাবে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এস্থলে সর্ব্বপ্রকারে শ্রীভগবানে দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সর্ব্ব আত্মনিবেদন করা হইয়াছিল, ইহাই বুঝান হইয়াছে। আত্মসমর্পণের বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্তি লীলা প্রভৃতি স্মরণাদিময় উপাসনাতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ১১।১৯।···২৪ শ্লোকে এইপ্রকার উল্লেখ আছে—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন - "আমার সুধামাখা কথায় শ্রদ্ধা, নিরন্তর আমার গুণাদিকীর্ত্তন, পূজায় পরনিষ্ঠা, ঋষিগণাদিকৃত স্তুতিদ্বারা আমার স্তব, পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গদ্বারা আমার নমস্কার, আমার পূজা হইতেও আমার ভক্তের পূজায় অধিক আদর, সর্ব্বভূতে আমিই বিদ্যমান আছি— এইপ্রকার মনোবৃত্তি, আমার সুখার্থে লৌকিকী ক্রিয়া, লৌকিকী বাক্যের দ্বারাও আমার গুণকীর্ত্তন, আমাতে মন সমর্পণ, আমা ভিন্ন অন্য সঙ্কল্পশূন্যতা, আমার জন্য অর্থত্যাগ, ভজনবিরোধী অর্থের পরিত্যাগ, দৈহিকভোগ ও ভোগসাধন-দ্রব্য চন্দনাদি পরিত্যাগ, পুত্র লালন-পালনাদি সুখাপেক্ষণশূন্যতা এবং বৈদিককর্ম্ম— দান, হোম, জপ, ব্রত, তপস্যা প্রভৃতি সকলই আমাতে ভক্তিলাভের জন্য করা। হে উদ্ধব! এইপ্রকার ধর্ম্মদ্বারা যাহারা আমাতে আত্মনিবেদন করিয়াছে, সেই সকল মনুষ্যের আমাতে প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। এবম্ভুত লক্ষণ ভক্তের সাধনরূপ ও সাধ্যরূপ কোন প্রয়োজনসিদ্ধি অবশিষ্ট থাকে? অর্থাৎ সেইভক্ত সর্ব্বসাধন ও সাধ্য-সম্পত্তিলাভে কৃতার্থ। স্মরণ-কীর্ত্তন পাদসেবনময় উপাসনাই যদি শাস্ত্রোক্তবিধিবৈশিষ্ট্যময় হয়, তাহাকেই অর্চ্চন বলা হয়। যেহেতু শাস্ত্রোক্তবিধি বাহুল্যময় অর্চ্চনাঙ্গ ভক্তি হইতে পৃথক বলিয়া বিবেচিত হয় না, যেহেতু অর্চ্চনাঙ্গের যে বিধিবাহুল্য আছে, স্মরণ-কীর্ত্তনাদিতেও যদি সেই বিধিবাহুল্যই থাকে, তাহা হইলে স্মরণ-কীর্ত্তন হইতে অর্চ্চনের বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। এই আত্মসমর্পণ অঙ্গে সাধকের স্নান, পরিধান, দন্তধাবন প্রভৃতি ক্রিয়াও ভগবানের সেবার উপযোগী বলিয়া আত্মসমর্পণরূপা ভক্তির হানিকর হয় না।